R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ | ৪৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩রা বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল। ১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা | বার্ষিক ৩০ টাকা

উত্তরের গতিপথে চর গজিয়ে ওঠায় ফরাক্কা ব্যারেজ অকেজো হওয়ার মুখে

বিশেষ প্রতিবেদক : গঙ্গার প্রবাহমান গতিপথে জলস্রোত ফরাক্কা ব্যারেজকে জলপূর্ণ রাখতো। কিন্তু সম্প্রতি ব্যারেজের উত্তরে বিশাল এক চর গজিয়ে ওঠায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পরিমাণমত জল ব্যারেজে প্রবেশ করছে না। এই চরের বিশালতা দৈর্ঘ্যে ২·৫ কিমি ও প্রস্থে পাঁচশো মিটারের মত। প্রথমদিকে এটা লক্ষ্য না করায় এখন সেখানে শক্ত মাটি গজিয়ে উঠে আশপাশের অধিবাসীদের কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। জলস্রোতও মোড় ঘুরে ব্যারেজের দিকে না বয়ে অন্য পথ ধরেছে। এর ফলে ব্যারেজমুখী স্রোত খুব শীঘ্র একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন। জানা যায় এই চর কেটে ফেলার বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হলেও খুব বেশী সে কাজ সফল হয়নি। নদী বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য অত্যাধুনিক পদ্ধতির কথা চিন্তা করছেন ব্যারেজ বাঁচানোর স্বার্থে। উল্লেখ্য ১৯৮০ সালে গঙ্গা রিভার ইরোসন বিভাগ এক রিপোর্টে বলেন গঙ্গার ভাঙ্গন যদি রোধ করা না যায় তবে গঙ্গার সোজা গতিপথ পরিবর্তন হয়ে দক্ষিণের অন্য খাতে বইতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

জনসভায় দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত কংগ্রেস কর্মীর দেহ উদ্ধারে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ এপ্রিল মির্জাপুরে জেলা পরিবহন কর্মচারী কংগ্রেসের সহযোগিতায় ও কংগ্রেস কমিটির ডাকে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নবগ্রামের কংগ্রেস বিধায়ক অধীররঞ্জন চৌধুরী। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা সম্পাদক তরুণ গেলেরা। এছাড়া অন্যান্যরা হলেন সূর্যনারায়ণ ঘোষাল, মৃন্ময় রায়, কালু সেখ, নৃসিংহ মণ্ডল প্রমুখ। ছাত্রনেতা বিটু ও রবি টুডুও বক্তব্য রাখেন। অধীর চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে ভূমি সংস্কারের উপর কংগ্রেসের কার্যকলাপ বর্ণনা করেন। জেলা সম্পাদক তরুণ গেলেরা বছর খানেক আগে অপহৃত কংগ্রেস সমর্থক আবদুল লতিবের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পুলিশের অপদার্থতার উল্লেখ করেন এবং লতিবকে সিপিএমরা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন পুলিশের অপদার্থতার কারণেই আজ পর্যন্ত সে রহস্য বা তাঁর দেহ উদ্ধার হলো না। কংগ্রেসীদের বক্তব্য—আবদুল লতিবকে রঘুনাথগঞ্জ থানার আড়াইডাঙ্গা থেকে সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনী অপহরণ করে সন্তোষপুরে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর আর কোন হদিস পাওয়া যায় না। রঘুনাথগঞ্জ থানায় কেস করলে, থানা তদন্ত করে ও চারজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে তারা জামিন পেয়ে গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে প্রধান আসামী সিপিএমের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়ায় গ্রেপ্তার এড়িয়ে গ্রামে সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থানার তদন্তকারী অফিসার স্বীকার করেন তাঁরা আজ পর্যন্ত লতিবের জীবিত বা মৃত দেহ উদ্ধার করতে পারেনি। তবে সন্তোষপুরে ঘটনাস্থলে চাপ চাপ রক্ত দেখে তাঁকে হত্যা করে দেহ লুকিয়ে ফেলা হয়েছে বলেই পুলিশ মনে করে। পুলিশ আরও মনে করে তাঁর দেহ উদ্ধার করা বর্তমানে অসম্ভব। এখনও সেই মামলা চলছে এবং তদন্তও থেমে যায়নি।

নয়া তালাসীর সাংবাদিক আক্রান্ত

অরঙ্গাবাদ : গত ১০ এপ্রিল রাত ৮-৩০ মিঃ নাগাদ সংবাদ সংগ্রহ করে ফেরার পথে স্থানীয় নেতাজী মোড়ে কয়েকজন দুষ্কৃতীকারী নয়া তালাসীর সাংবাদিক আশিস হোসেনকে ঘেরাও করে। দুষ্কৃতীরা তাঁকে নয়া তালাসীতে গত ৪ এপ্রিল প্রকাশিত 'বিপদে মিলিটারী অফিসার পুলিশের সহযোগিতা পেলেন না'। শীর্ষক সংবাদ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। তিনি সে সম্বন্ধে কিছু বলতে অস্বীকার করলে দুষ্কৃতীরা তাঁকে বেধড়ক মারধোর করে। তাঁর আর্তনাকে আশ-পাশের মানুষ ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। চলে যাবার সময় তারা আসিকের হাতব্যাগ, টর্চলাইট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে পালায়। সুতী থানায় এ সম্বন্ধে একটি অভিযোগ দায়ের (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকতায় অনাস্থা বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন কংগ্রেস দলের সমর্থনে ১০ জন কাউন্সিলার। গত ১৫ এপ্রিল ছিল ভোটাভুটির দিন। কিন্তু কংগ্রেসী কাউন্সিলাররা ঐদিন সভায় উপস্থিত হননি বলে খবর। অনাস্থা সমর্থন-কারী বিজেপির ৩ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ২ জন। এমনকি নির্দল অনাস্থা সমর্থনকারী কাউন্সিলার প্রকাশ সিংও উপস্থিত হননি। এ অবস্থায় অনাস্থা প্রস্তাবটি বিধি অনুযায়ী বাতিল হয়ে যায়। উল্লেখ্য অনাস্থা সমর্থনকারী বসুমতী সিংহ (ফঃ বঃ) পরবর্তীতে পারিবারিক চাপে মতবদল করেছিলেন। ঐদিন বিকেলে কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে বিজেপি এক বিক্ষোভ মিছিল বার করে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

।। কেন্দ্রের ত্রিশঙ্কু ।।

কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হইয়াছে। এই সরকারের দশ মাসের রাজত্বকাল শেষ হইল। গত শুক্রবার লোকসভার অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট আস্থা-ভোটে পরাজিত হইয়াছে। কংগ্রেস ও বিজেপি আস্থাভোটের বিরোধিতা করায় দেবগৌড়া সরকারকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরী তাঁহার দলের পক্ষ হইতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া রাষ্ট্রপতিকে পত্র দিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়াকে আস্থা প্রমাণ করিবার নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী লোকসভায় আস্থাভোটে দেবগৌড়া সরকার পরাজিত হয়।

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রে এক অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আসিয়া পড়িয়াছে। মূলতঃ বর্তমানে তিনটি দল—কংগ্রেস, বিজেপি ও যুক্তফ্রন্ট দাঁড়াইয়াছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন দলেরই নাই। তিনটি দলের যে কোনও দুইটির পারস্পরিক সমঝোতা বা সমর্থন ছাড়া সরকার গঠিত হইবে না। কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইবে কিনা, তাহারও কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যাইতেছে না; হইলে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। আবার লোকসভার নির্বাচন হওয়া ছাড়া উপায় রহিবে না। কিন্তু সে নির্বাচন কোন দলের পক্ষেই হয়ত শুভকর হইবে না বলিয়া অনেকের ধারণা। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি কী ব্যবস্থা লইবেন, তাহা আগাম বলা যাইতেছে না। লোকসভা ত্রিশঙ্কু অবস্থার মধ্য দিয়া চলিলে দেশের শাসনকার্য যথেষ্ট ব্যাহত হইবে। এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার বহাল রাখার চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য অনেকেই প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার নীতিকে দায়ী করিতেছেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের পর হইতে দেবগৌড়া তাবৎ তাবৎ ব্যক্তিকে নানাভাবে খুশি করিবার বিবিধ প্রয়াস চালাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পক্ষের এবং বিপক্ষের অনেকেই ছিলেন। যদি শুধু এইটুকুই চলিত, তাহা হইলে তেমন আশঙ্কা দেখা দিত না। কিন্তু তিনি নাকি বড় বড় প্রবীণ নেতার ব্যাপারে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী লইয়া 'ব্ল্যাকমেলিং'-এর রাজনীতি শুরু করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও, বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি, কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরী প্রমুখ এই বিষয়ে উল্লেখ্য। তদুপরি যুক্তফ্রন্ট ও জনতা দলের অনেকের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নাকি উঠিপড়ি হইয়া লাগিয়াছিলেন। অপরদিকে কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরী প্রধানমন্ত্রীকে হঠাইয়া নিজে হয়ত ক্ষমতালাভের ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেও দেবগৌড়া মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন।

সবই ত হইল। তবে দিল্লীর অবস্থা বেশ করুণ। কেন্দ্রীয় সরকার একটা সুষ্ঠুরূপ লইয়া দেশ শাসন করিবে, সে অবস্থা বর্তমানে চোখে পড়িতেছে না। যতদিন পর্যন্ত নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দল সুস্পষ্ট ক্ষমতা-লাভ না করে, ততদিন টালমাটাল অবস্থা চলিতেই থাকিবে। আর যদি কোনও প্রকারে মীমাংসা হয়, তবে এই সরকার থাকিতে পারে। অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের সার্বিক অগ্রগতি, অর্থ-নীতি, প্রতিরক্ষা প্রভৃতির উপর চরম আঘাত আসিবে। ক্ষমতালিপ্সা দেশের যে পরিস্থিতি ঘটাইয়াছে, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বোধ করি, তাহা অভূতপূর্ব।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রাস্তার গার্ডওয়াল তৈরী প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর পৌরসভার অন্তর্গত ৪নং ওয়ার্ডের রঘুনাথপুরের বিলাত মহাজনের বাড়ীর পাশের রাস্তার পুকুরপাড়ে গার্ডওয়াল তৈরীর কাজের ভার পেয়েছেন জয়রামপুরের আজা বিশ্বাস। রাস্তাটি প্রায় ৫০ ফুট এবং ব্যয় মঞ্জুর হয়েছে ৯৩ হাজার টাকা। গত ১১-৪-৯৭ এলাকার জনগণ দেখেন—কাজ চলছে ২নং ইট ও ৭টি ভাগের সিমেন্ট দিয়ে। এরকম গুরুত্বপূর্ণ গার্ডওয়ালের কাজে ব্যবহৃত করার কথা ১নং ইট এবং ৫ ভাগের সিমেন্ট দিয়ে গাঁথনি। আমার বক্তব্য যেখানে এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলছে ওভারসিয়ার, চেয়ারম্যান কাউন্সিলারের তত্ত্বাবধানে, সেখানে খোলাখুলি এই রকম কাজ চলছে কি করে? ঠিকাদার এত সাহস পান কোথা থেকে? উক্ত বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সামসুল আলম খান
রঘুনাথপুর
(জঙ্গিপুর পুরসভা ৪নং ওয়ার্ড)

খাদ্য-শস্য উৎপাদন প্রকল্প শিবির

সাগরদীঘি: স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গত ১১/১২ মার্চ জঙ্গিপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক সুসংহত দানাশস্য উৎপাদন প্রকল্প প্রশিক্ষণ শিবিরের অনুষ্ঠান করেন। আরম্ভে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম মুখার্জী সভাপতি, বিডিও অজয় ঘোষ বিশেষ অতিথি ও মহকুমা কৃষি আধিকারিক সামশুদ্দিন আমেদ প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি বলেন—এই জেলার ৪টি ব্লকে এই শিবির চলছে। উদ্দেশ্য কিভাবে খাদ্য শস্যের ফলন বাড়ানো যায়। এখনও ত্রিশ হাজার মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছেন। দু' হাজার সালের মধ্যে সকলকে খাদ্যে স্বয়ংভর করতে হবে। সভাপতি ও বিশেষ অতিথি বলেন কলকাতা থেকে উপসচিব এই ব্লক পরিদর্শনে এসে চাষ দেখে খুশি হন। তাঁকে জানান হয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অজিত দাসের নেতৃত্বে বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ফলন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামানিক বলেন গত ফেব্রুয়ারীতে শিলা বৃষ্টিতে ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সব ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণ করার দাবী জানান শ্রী প্রামানিক। অন্যান্য বক্তারা সঠিক সেচের প্রয়োজনীয় সার প্রভৃতি সরবরাহের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অমলেন্দু গুহ জমিতে ফসফেট এবং ইউরিয়া প্রয়োজন মত রোয়ার পর দিতে বলেন। অজিত দাস সঠিক সময় বীজ বুনতে উপদেশ দেন। কেপিএস প্রাণনাথ বিশ্বাস কি করে ভাল বীজ সংগ্রহ করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন। অন্যান্য সরকারী কৃষি কর্তারা ভাল বীজ সার প্রভৃতি ব্যবহার করে ফলন বৃদ্ধির কাজে সকলকে দৃষ্টি দিতে বলেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বিধানসভা অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১৯ মার্চ পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, জঙ্গিপুর মহকুমার পরিচালনায় বিশাল এক শিক্ষক শিক্ষিকা মিছিল কলকাতায় বিধানসভা অভিযান করেন। তাঁদের বিভিন্ন দাবীগুলির মধ্যে বিশেষ দাবী ছিল ষাট উর্দ্ধে কাজ করতে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বন্ধ করে রাখা বেতন বিচারালয়ের রায় অনুযায়ী অবিলম্বে দিয়ে দিতে হবে। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন প্রদেশ কমিটির সদস্যদ্বয় অরুণকুমার দাস ও জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

প্রশাসনিক অপদার্থতায় শহরে দিনে রাতে চুরি ছিনতাই

রঘুনাথগঞ্জ : মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে রাতে চুরি, দিনে ছিনতাই জোর কদমে চলছে। থানা প্রশাসন আছে কি নাই বোঝা যাচ্ছে না। গত ৭ এপ্রিল থানার নাকের ডগায় তুলসীবিহার বাড়ী যাবার প্রধান রাস্তার ধারে 'সাজঘরে' চুরির চেষ্টা হয়। খবর রাত প্রায় ১ টার সময় আনোয়ার সেখের রেডিমেড কাপড়ের দোকান সাজঘর এর দুয়োরের পাঁচটি তালা দুষ্কৃতিরা ভেঙ্গে ফেলে। দোকান ঘরের সামনে লক্ষ্মী নারায়ণ সাহার দোতলার ঘরে শুয়ে থাকা সঞ্জয় সাহার ঘুম ভেঙ্গে যায় তালা ভাঙ্গার আওয়াজে। সঞ্জয়ের চিৎকারে চোরেরা গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে পালায়। সঞ্জয় নিকটবর্তী থানায় পরপর দুবার ফোন করলেও কেউ আসে না। বাধ্য হয়ে তিনি মহকুমা পুলিশ অফিসারকে ফোনে সব জানালে তিনি দুজন হোমগার্ড পাঠিয়ে দেন। দেখা যায় চোরেরা পাঁচটি তালা ভেঙ্গে দুয়োরের রডটি খোলার চেষ্টার সময় আওয়াজ উঠে। এর পূর্বেও কয়েকমাস আগে শহরের ৩/৪টি বাড়ীতে চুরি হলেও কেউ ধরা পড়েনি, কোন মালও উদ্ধার হয়নি। গত ১০ এপ্রিল দুপুরে জনবহুল ফাঁসিতলার লেবার অফিসের সামনের রাস্তা থেকে গণেশ দাসের রিক্সাভ্যানটি নিয়ে কেউ চম্পট দেয়। খবর গণেশ ভ্যানটি রাস্তার উপর রেখে সামনেই তার বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য যায়। ফিরে এসে দেখে ভ্যানটি উধাও। জানা যায় এর মাস দুয়েক আগে গণেশের আর একটি ভ্যান ও তার দাদা কার্তিকের একটি রিক্সাও চুরি যায়। কোন চুরিরই কিনারা হয়নি।

চাঁই সম্মেলন

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা : পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমিতির ফরাক্কা ব্লক কর্মী সম্মেলন গত ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় জাফরগঞ্জ স্বর্ণময়ী জুনিয়ার বেসিক স্কুলে। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৫৭ জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। 'চাঁই' সম্প্রদায়ের লোকগীতি গেয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। চাঁই সম্প্রদায়কে 'তপশিলী জাতি' ভুক্ত করা এবং স্থানীয় সমস্যার দাবীতে এই কর্মী সম্মেলন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চাঁই সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ডাঃ ভরত মণ্ডল। সভাপতি ছিলেন জেলা সভাপতি অশ্বিনীকুমার মণ্ডল। সম্মেলন শেষে সুবলচন্দ্র সরকার সভাপতি এবং নিবারণ মণ্ডলকে সম্পাদক করে মোট ১৩ জনের এক কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সভায় ডাঃ মণ্ডল বলেন ১৯৫০ সালের পর জম্মু-কাশ্মীর, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, আসামসহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যে ৫০টিরও বেশী জাতি তপশিলী নথিভুক্ত হয়েছে। আসামে কোচ ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রথম শ্রেণীতে একটি সেকসন বন্ধ

নবারুণ : ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অধীন দিল্লী পাবলিক স্কুল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও এনটিপিসি হাইস্কুল (বাংলা বিভাগ) এর প্রথম শ্রেণীতে একটি করে সেকসন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ছাত্র ভর্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ৫০ টাকার বিনিময়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ মোট ১৫১ জনের ভর্তি ফরম বিলি করেছেন। এর মধ্যে ভর্তি করেছেন এনটিপিসির কর্মীদের ৭২ জন ছেলেমেয়ে ও ৮ জন সাধারণ ছাত্রছাত্রীকে। অভিভাবকদের ক্ষোভ যেখানে কম ছাত্র ভর্তির জন্যই সেকসন বন্ধ করা হয়েছে, সেখানে এত ভর্তি ফরম বিলি করা হলো কেন? এই ব্যবস্থার ফলে মালদার খেজুরিয়া ব্লকের ও ফরাক্কা ব্লকের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় অভিভাবকেরা এ সমস্যা দূর করার জন্য দিল্লী প্রাথমিক স্কুলের প্রেসিডেন্ট সলমন খুরশিদ ও প্রকল্পের জিএমকে আবেদন জানিয়েছেন বলে খবর।

জায়গা বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ এফ, সি, আই গোডাউনের নিকট দুটি বাড়ির প্লট বিক্রয় আছে (৩০ ফুট × ৩৭½ ফুট/৫০ ফুট × ২৯ ফুট)।

যোগাযোগ করুন— উল ভাণ্ডার, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন— ৬৬৩৯৯ (দোকান), ৬৬৭৯৯ (বাড়ী)।

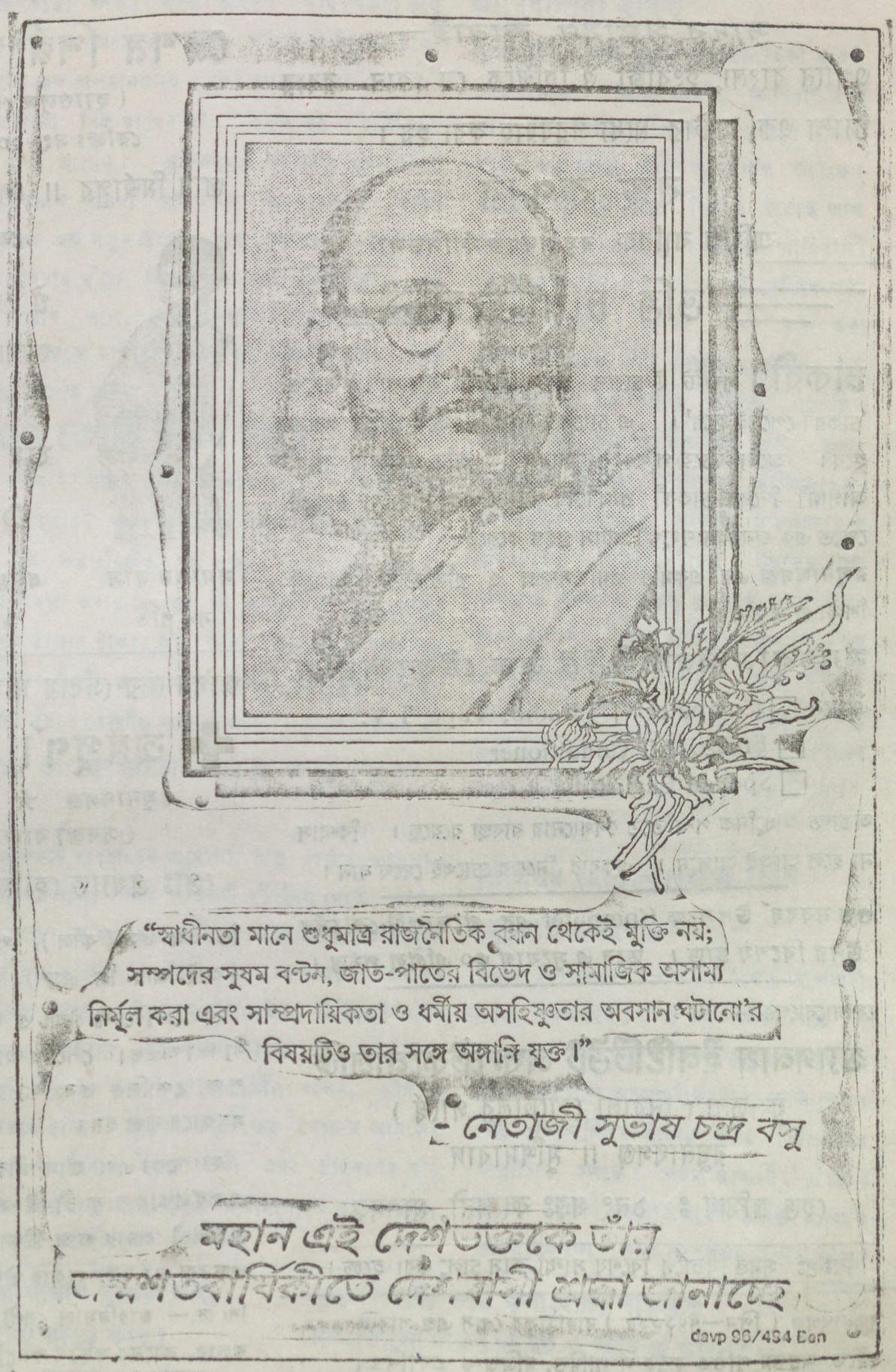

"স্বাধীনতা মানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্ধন থেকেই মুক্তি নয়;
সম্পদের সুষম বণ্টন, জাত-পাতের বিভেদ ও সামাজিক অসাম্য
নির্মূল করা এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অবসান ঘটানো'র
বিষয়টিও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত।"

- নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

মহান এই দেশভক্তকে তাঁর
জন্মশতবার্ষিকীতে দেশবাসী শ্রদ্ধা জানাচ্ছে

davp 96/494 Ben

পথ দুর্ঘটনায় শিক্ষকের মৃত্যু

সাগরদীঘি: সম্প্রতি খোজারপাড়া প্রাঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বালিয়া গ্রামের অসিতকুমার দাস (২৭) স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মারা যান। তাঁর শবদেহ স্কুল প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে তিনি সদ্য বিবাহিতা পত্নী ও পিতামাতা রেখে যান।

ব্যারেজ অকেজো হওয়ার মুখে (১ম পৃষ্ঠার পর)

শুরু করবে। তাই তাঁরা সুপারিশ করেন শুধু স্পার নির্মাণ নয় গঙ্গার পাড়কে বোল্ডার দিয়ে বাঁধতে হবে; মাটির বাঁধ দিলে কোন কাজ হবে না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও কমিটির সুপারিশ সঠিকভাবে পালন করা হয়নি। তার ফলেই স্রোত সঠিক খাত ছেড়ে অন্য খাতে বইবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর এই চর গজিয়ে ওঠায় ব্যারেজের বিপন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মুহূর্তে যদি জোর তৎপরতা নেওয়া না হয় তবে ব্যারেজ বিপন্ন হয়ে তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে গঙ্গার নাব্যতা রাখা বা কলকাতা বন্দরকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

চাঁই সম্মেলন (৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাজবংশী এসটি তপশিলীভুক্ত হয়েছে। কিন্তু পঃ বঙ্গে আজও কোন তালিকা নতুন করে হয়নি। কাষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের রিপোর্টে চাঁই, হেলা, বল্লিকসহ পঃ বঙ্গের ৮টি জাতির তালিকা দিল্লীতে ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে। (ফাইল নং ১২০১৬/১৭/৮১ এস-সি-ডি (আর) সেল)। এস সম্বন্ধে রাজ্য বিভাগীয় মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়াকে তাগিদ দিয়েও কোন ফল হয়নি।

সাংবাদিক আক্রান্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয় (নং ৩৭/৯৭ তাং ১১-৪-৯৭)। এখনও আসামীরা কেউ ধরা পড়েনি। আসামীরা সিপিএমের ও থানার মতদপুষ্ট বলে আশিক হোসেন জানান। সাংবাদিকের উপর এ ধরনের জঘন্য আক্রমণ নিন্দনীয়। ঘটনার সত্য নির্দ্ধারণ ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও তাদের গ্রেপ্তার খুবই জরুরী।

শুভ নব-বর্ষের প্রীতি ও

সাদর সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অসিত বারিক, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

ভর্তি চলিতেছে

চাকরী। শব্দটি উচ্চারণে আসে গভীর হতাশা। তবুও 'চাকরী পেতেই হবে'। এ চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। অন্যের চেয়ে পৃথক ফর্মুলায়। অতি নামমাত্র ব্যয়ে, আগামী দিনের চাকরী প্রার্থীদের ট্রেনিং-এর সাহায্যে চাকরী পেতে এক জনকল্যাণমুখী প্রয়াস গ্রহণ করেছে—

রঘুনাথগঞ্জ এর একমাত্র খ্যাতিসম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ম্যাগনাম ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি

এখানে ☐ Computer ☐ Radio, Tape, T.V.
☐ Freeze, Air Conditioner
☐ Spoken English

অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্বাস না হলে আজই আসুন। একবার নিজের চোখেই দেখে যান।

শুভ নববর্ষ উপলক্ষে Computer এর প্রত্যেকটি কোর্সের উপর বিশেষ ছাড়। তবে এ সুযোগ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

ম্যাগনাম ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি

ফুলতলা (নিরালা হোটেলের পার্শ্বে)

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

হেড অফিস ঃ ১নং গভঃ কলোনী, মালদহ

বিঃ দ্রঃ সমস্ত বিভাগে বিশেষ সান্ধ্য ক্লাস চালু করা হচ্ছে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পছন্দসই টেকসই

সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস, সভাপতি — ধনঞ্জয় কাদিয়া, ম্যানেজার — সনাতন কালিদহ, সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রাঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেণ্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইন্সট্রুমেণ্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেণ্ট, এল এস বেণ্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।